দৈনিক ইনকিলাব

01 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফাযিল-কামিল মাদরাসায় শিক্ষা জরিপের পরিণাম কি শুভ? নাকি অশুভ!

বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের ফাযিল-কামিল মাদরাসায় শিক্ষা জরিপ চলছে। এ জরিপের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণরূপে অবহিত করানো হয়নি। এমনকি পত্রিকায়ও এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তাই এর উদ্দেশ্য জানতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কৌতূহলী। ধারণাপ্রসূত কেউ কেউ মনে করেন, এই জরিপ মাদরাসা শিক্ষার জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনবে। তাদের মতে, ফাযিল-কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর মান দেয়া হবে। আবার কেউ কেউ হতাশাও বোধ করছেন। তাদের মতে, ফাযিল-কামিল মাদরাসায় ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী না থাকলে কিংবা পাস না করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি বাতিল কিংবা ডিমোশন অর্থাৎ নিম্নপর্যায়ে নিয়ে আসা হবে। যদি তা সত্যিই হয়, তাহলে তৌহিদী-জনতার জন্য ব্যাপারটি হবে একটি আণবিক বিস্ফোরণ। যার ধ্বংসযজ্ঞ ইসলাম, মুসলমান ও মাদরাসা শিক্ষাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করবে।

মাদরাসায় উপরের শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম একথা প্রায় সকলেরই জানা বিষয়। কিন্তু এই কমের পেছনে কারণ কি? এ কথা অনেকেরই জানা নেই। আমি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি– এক. মাদরাসায় ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক পর্যায়ে কোন সরকারই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেনি। দুই. ফাযিল-কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর সমমান দেয়া হয়নি। যার ফলে মাধ্যমিক ধাপ পার হয়েই ভালো ছাত্ররা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে চলে যায়। তিন. সরকারী ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও থাকে না।

উপরোল্লিখিত সমস্যাবলী সমাধান না করে ফাযিল ও কামিল মাদরাসা টিকে থাকতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর শর্তারোপ করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্নের ফসল মাদরাসায় শিক্ষার অস্তিত্ব নিঃশেষ হতে থাকবে। যার ফলে ইসলামী ভাবধারার লোকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে এক সময় ইসলামবিদ্বেষী পরজীবীরা জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসবে।

বাংলাদেশ দেশপ্রেমী তৌহিদী-জনতা অনেক আশা নিয়ে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকারকে বিপুল ভোটে বিজয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এ সরকারের নিকট বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রত্যাশা যে, তাদের দ্বারা দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণ হবে। বিশেষ করে আদর্শিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রস্থল মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নসহ সার্বিক কল্যাণও সম্প্রসারণ হবে।

পরিশেষে এ কথাই বলতে চাই, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির অন্তরায় যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে বিশেষ করে উপরোক্ত সমস্যাবলী অনতিবিলম্বে সমাধানকরত ৮/১০ বছরের সময় দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর শর্তারোপ করলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে। আমাদের দৃঢ় আস্থা যে, বর্তমান জোট সরকার এবং সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যকার বৈষম্য দূর করে মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করবেন।

–মুহঃ জাকির হোসাইন এমএ বিএ
প্রভাষক- আরবী, ফুলগাঁও ফাযিল মাদ্রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।